রোমান্টিসিজম্

'রোমান্টিসিজম' হলো একটি সাহিত্যিক অনুভূতি, কিন্তু এর কোনো সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা মেলে নি, এ সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন অভিমত দিয়েছেন:

১. অধ্যাপক হারফোর্ড বলেছেন — রোমান্টিসিজম হলো- 'an extra-ordinary development of imaginative sensibility' অর্থাৎ কল্পনা প্রবণতার অসাধারণ বিকাশই রোমান্টিসিজম,

২. হ্যামিলটন বার্কল বলেছেন—'Romanticism has already passed into the realm of the unknowable'

৩. ওয়াল্টার পেটার বলেছেন — রোমান্টিসিজম হলো 'the addition of strangeness to beauty' অর্থাৎ সৌন্দর্য অনুভূতির সঙ্গে তীব্র কৌতূহল বোধের সংযোগটি হলো রোমান্টিসিজম,

৪. ওয়াটস্ ডানটনের ভাবনায় রোমান্টিসিজম হলো- the Renascence of Wonder' অর্থাৎ বিস্ময়রসের পুনর্জীবনই হলো রোমান্টিসিজম,

৫. এডওয়ার্ড অ্যালবার্ট বলেছেন, রোমান্টিসিজম হলো- the Return to Nature' অর্থাৎ প্রকৃতির অভিমুখে প্রত্যাবর্তন,

৬. ভিক্টর হুগোর মতে, তা হলো 'সাহিত্যে আত্মমুক্তি', উদারপন্থা',

৭. ব্রুনেটিয়ারের মতে, তা হলো 'সাহিত্যে আত্মমুক্তি',

তবে এই সমস্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে সমালোচকেরা হারফোর্ডের উল্লিখিত সংজ্ঞাটিকেই সর্বাধিক উপযোগী সংজ্ঞা বলে গ্রহণ করেছেন।

রোমান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য বা স্বরূপ:—

রোমান্টিসিজমের প্রধান বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণগুলি হল—
১. ব্যক্তিনিষ্ঠতা ২. স্বেচ্ছাচারিতা ৩. গতিশীলতা ৪. আবেগপ্রবণতা, ৫. সৌন্দর্যপ্রিয়তা ৬. অভিনব প্রকৃতিপ্রীতি ৭. আত্মিক নিঃসঙ্গতা ৮. উপেক্ষিতের প্রতি বিস্ময়বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা ৯. প্রচলিত কাব্যাদর্শের বিরোধিতা ১০. পাঠকমনে তীব্র বিস্ময় ও রহস্য সৃষ্টি,

১. রোমান্টিসিজমের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ব্যক্তিনিষ্ঠতা, অর্থাৎ কবির একান্ত ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দলাগার প্রকাশ, তাই রোমান্টিক সাহিত্যে কবির আত্মভাবই প্রধান, এ হলো মন্ময় বা সাবজেকটিভ রচনা। তাই রোমান্টিক কবি যখন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি করেন, তখন তাঁর রচনায় অন্য কারো প্রসঙ্গ থাকে না, সামাজিক দায়বদ্ধতা থাকেনা, এখানে কবির তীব্র অনুভূতিই স্বতঃস্ফূর্ত [illegible]

প্রকাশিত হয়। কোথাও কোনো কৃত্রিমতার স্পর্শ থাকে না। যেমন—

জগতে আনন্দযজ্ঞে আমার নিমন্ত্রণ।
ধন্য হল ধন্য হল মানবজীবন।
নয়ন আমার রূপের পুরে সাধ মিটায়ে বেড়ায় ঘুরে
শ্রবণ আমার গভীর সুরে হয়েছে মগন। — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

২. রোমান্টিসিজমের দ্বিতীয় লক্ষণ—'স্বেচ্ছাচারিতা'; অর্থাৎ সাহিত্যের প্রচলিত রীতিনীতিকে অস্বীকার করা। রোমান্টিক কবির মন বড় সংবেদনশীল। প্রচলিত কোনো কিছুতেই তিনি পরিতৃপ্তি পান না। তাই তিনি নিজের খুশিতে কবিতা লেখেন। সাহিত্যের দরবারে প্রচলিত বাঁধা ধরা নিয়ম, রীতিনীতি তিনি মানেন না—বিদ্রোহ করেন। তাঁর বিদ্রোহ প্রধানত দুদিকে— ক) বিষয়বস্তু নির্বাচনে, খ) কাব্যপ্রকাশের রীতিনীতিতে। আগেকার কবিরা যে বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে কবিতা লিখতেন, তা তাঁর মনঃপুত হয় না। তাই তিনি খুশি মতো বিষয়বস্তু নির্বাচন করেন। তাছাড়া প্রচলিত প্রকাশভঙ্গীতে তাঁর অন্তর তুষ্ট হয় না। ফলে তিনি স্বেচ্ছাচারীর মতো কাব্যের রূপরীতি নিজের মতো করে স্বতন্ত্রভাবে গড়ে তোলেন। তাতে প্রচলিত যুক্তিগুলি পরিত্যক্ত হয়— বস্তুতান্ত্রিক জীবন ভাবনা প্রত্যাখ্যাত হয়— ছন্দ অলংকারের কঠোর বন্ধন শিথিল হয়।
স্বেচ্ছাচারিতার উদাহরণ হল—

নেড়ী কুত্তাটিকে খুব যত্ন করে আমার সোফার উপরে বসাই,
তারপর টেলিফোনের মাউথপিসটাকে
তার মুখের কাছে এগিয়ে দিয়ে বলি,
"যদি বাঁচতে চাস হারামজাদা,
তাহলে আয়, আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে বল:
হ্যালো দমদম.... হ্যালো দমদম... হ্যালো...। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী।

৩. রোমান্টিসিজমের তৃতীয় লক্ষণ—'গতিশীলতা'; অর্থাৎ বাস্তব জগতের বন্ধন ছাড়িয়ে স্বাধীন—উন্মত্ত—প্রচণ্ড—স্বেচ্ছাচারী কল্পনার পাখনা মেলে উধাও হয়ে যাওয়া, এ হলো 'অসংযত গতি'। যাতে কবির মন কখনো অতীতচারী হয়, কখনো তাঁর মন পৌঁছে যায় কোনো স্বপ্নলোকে, কখনো পৌঁছে যায় কোনো অলৌকিক বা অতিলৌকিক ভাবনার রাজ্যে। কারণ—সমকালীন যুগ ও জীবনের প্রতি কবির আস্থা নেই। সামাজিক অনুশাসন তিনি মানেন না, রাজনৈতিক আনুগত্য তাঁর পছন্দ নয়। প্রাতিষ্ঠানিক গৌরবকে তিনি ঘৃণা করেন, তাই তাঁর মন শান্তি ও তৃপ্তির সন্ধানে অন্য কোনো কল্পনার রাজ্যে চলে যায়— যেমন, রবীন্দ্রনাথের আকাঙ্ক্ষা— 'আমি

Special remarks

FEBRUARY 2003

S	M	T	W	T	F	S
2	3	4	5	6	7	1
9	10	11	12	13	14	8
16	17	18	19	20	21	15
23	24	25	26	27	28	22

যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে; জীবনানন্দ পৌঁছে যান — বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে',
এমনি করেই রোমান্টিক কবি কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করেন — প্রাচীন ইতিহাস থেকে, পুরোনো লোককথা - রূপকথা - কিংবদন্তী থেকে কিংবা প্রাচীন গান গাথা ও কাহিনী থেকে। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ কোলরিজের কাছে এমনি প্রাচীন পুরাণ ও ইতিহাসের মধ্যে নতুন সৌন্দর্যলোক নির্মিত হয়েছে।
তেমনি রোমান্টিক কবিরা অনেক সময় বর্তমান যুগ জীবনের প্রতি ~~[illegible]~~ বীতশ্রদ্ধ হয়ে আপন কল্পনাবলে কাব্যে অতিপ্রাকৃতের জগৎ নির্মাণ করেন, সেখানে এক অপার্থিব জগৎ, এক রহস্যময় স্বপ্নলোক, এক অভিনব সৌন্দর্যলোকের সৃষ্টি হয়, যেমন — কীটসের 'ল্যামিয়া', 'ইসাবেলা'; কোলরিজের 'এনসিয়েন্ট ম্যারিনার'; রবীন্দ্রনাথের 'সিন্ধুপারে', জীবনানন্দের — 'বনলতাসেন' প্রভৃতি কবিতায় এই রহস্য নিবিড় হয়ে পড়ে।
৪. রোমান্টিক কবির মন বড় স্পর্শকাতর, বড় সংবেদনশীল, সামান্য আঘাতেই তিনি ভেঙে পড়েন, সামান্য আনন্দেই উচ্ছ্বসিত হন। তাঁর কোনো কিছুতেই তৃপ্তি নেই, তাই তিনি সর্বদাই ভোগেন — হতাশায়, যন্ত্রণায়, নৈরাশ্যে ও বিষন্নতায়। জীবনে তিনি কোনো কিছুরই পূর্ণতা খুঁজে পান না। অপূর্ণতায় তিনি দগ্ধ হন। সৌন্দর্যের অপূর্ণতায় তিনি বিড়ম্বনা বোধ করেন, আনন্দের অপূর্ণতায় তিনি ~~দগ্ধ~~ আশাহত হন, জাগতিক অসম্পূর্ণতাতে তিনি আর্তস্বরে চিৎকার করেন, প্রেমের সামনে যা দেখেন — তার কোনো কিছুতেই তাঁর স্বস্তি নেই, শান্তি নেই,

তিনি যা চান তা পান না, আর যা পান তা হেলায় প্রত্যাখ্যান করেন, তাই রোমান্টিক কবি বিহারীলালের মন সর্বদাই হু-হু করে, রবীন্দ্রনাথ বলে ওঠেন —
"চিরদিন মোরে হাসালো কাঁদালো চিরদিন দিল ফাঁকি।"
• শেলী, কীটস, কোলরিজের কবিতায় এই রোমান্টিক বিষন্নতা পাঠককে বিমূঢ় করে দেয়, রোমান্টিক কবি বলেন —
'We Look before and after and pine for what is not'.

বিদ্যাপতি বলেন:
জনম অবধি হাম রূপ নেহারনুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।

৫. রোমান্টিসিজমের পঞ্চম লক্ষণ হলো— সৌন্দর্যের উপাসনা। রোমান্টিক কবি সর্বদাই এক শাশ্বত সৌন্দর্যের উপাসক। কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ যে-সবকে সুন্দর বলে জানি, রোমান্টিক কবি তার পূজারী নন। আমাদের এই বাস্তব জগতের অনেক ঊর্ধ্বে তিনি এক শাশ্বত সুন্দরের রূপ খুঁজে পান, আর সেখানে সেটি পারলেই তাঁর অন্তরাত্মার মুক্তি ঘটে। যেমন— জ্ঞানদাস বলেছেন—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।

৬. রোমান্টিসিজমের ষষ্ঠ লক্ষণ— অভিনব প্রকৃতি প্রীতি। রোমান্টিক কবি সৌন্দর্যের পূজারী বলেই প্রকৃতির মধ্যে এক সজীব ও চৈতন্যময় সত্তা আবিষ্কার করেন। তাকে ঘিরে তাঁর অনন্ত বিস্ময় ও অপার রহস্যবোধ জেগে ওঠে, তিনি ভাবাবেগে আন্দোলিত হন। তাঁর মাধুর্যময় বর্ণনা প্রকৃতিকে লীলাচপল করে তোলে, ফলে তার পাঠকও প্রকৃতির রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধের এক আশ্চর্য জগতে পৌঁছে যায়, প্রকৃতির মধ্যে এক অন্তহীন আনন্দ ও অন্তহীন প্রশান্তি খুঁজে পায়। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের— প্রমুখের কবিতায় প্রকৃতির এই প্রাণদ-সত্তার অভিনব প্রকাশ। যেমন— জীবনানন্দের:

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
বসে থাকি; কামরাঙা-লালমেঘ যেন মৃত মনিয়ার মতো
গঙ্গাসাগরের ঢেউয়ে ডুবে গেছে—আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা— কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে:

৭. রোমান্টিসিজমের সপ্তম লক্ষণ— আত্মিক নিঃসঙ্গতা। অনেক সময় রোমান্টিক কবির মন এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগত ছাড়িয়ে এক অলৌকিক ও অতীন্দ্রিয় জগতে ঘুরে বেড়ায়। বাস্তবের কোনো কিছুকে অবলম্বন করে কবি এক ঊর্ধ্বচারী লীলাকে প্রত্যক্ষ করেন। এই হলো কবির আত্মিক নিঃসঙ্গতা। যেমন শেলী তাঁর স্কাইলার্কের অভিনব সুরতরঙ্গে কিংবা পশ্চিমাবায়ুর উন্মত্ততায় সেই ঊর্ধ্বচারী আত্মিক শক্তিকে স্পর্শ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চিত্রা' কবিতায় সেই শক্তিকে উপলব্ধি করেছেন—

'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্র রূপিনী"

আবার— 'অন্তর মাঝে তুমি শুধু একা একাকী তুমি অন্তর ব্যাপিনী।"

এছাড়া তাঁর 'উর্বশী', 'বসুন্ধরা', 'জীবনদেবতা', 'সিন্ধুপারে' প্রভৃতি অসংখ্য কবিতায় নিঃসঙ্গতার অভিনব প্রকাশ ঘটেছে। বলাবাহুল্য এই আত্মিকতার উৎসে রয়েছে প্রকৃতি ও মানুষ, সে জন্যই

Special remarks

FEBRUARY 2003

S	M	T	W	T	F	S
2	3	4	5	6	7	1
9	10	11	12	13	14	8
16	17	18	19	20	21	15
23	24	25	26	27	28	22

যে ওয়ার্ডসওয়ার্থ প্রকৃতির মধ্যে অলৌকিক সুরমূর্ছনা শুনতে পান।

৮. উপেক্ষিত মানুষের প্রতি বিস্ময় বিমুগ্ধ শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ:
রোমান্টিক কবির সংবেদনশীল মনে সহজ সরল জীবনের প্রতি অসাধারণ মমতা প্রকাশিত হয়, কখনো তাঁর রচনায় অবহেলিত মানবতার মধ্যে অসাধারণ মহিমা উপলব্ধি করেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'লুসি' কবিতায় একটি সাধারণ গ্রাম্য বালিকা অসাধারণ আনন্দের প্রতীক হয়ে উঠেছে। বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী'তে, শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি' তে সহজ সরল জীবনের প্রতি লেখকদের রোমান্টিক মানসের উল্লেখযোগ্য মমত্ববোধ প্রকাশিত হয়েছে।

৯. প্রচলিত কাব্যাদর্শের বিরোধিতা: রোমান্টিক কবি প্রচলিত কাব্যের প্রকাশভঙ্গির প্রচন্ড বিরোধী, ভাষা ছন্দ অলংকার নির্মাণে তিনি প্রথাসিদ্ধ পথে চলতে নারাজ। তিনি প্রচলিত কাব্যরীতিকে কৃত্রিম বলে মনে করেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ 'লিরিক্যাল ব্যালার্ডস'-এর মুখবন্ধে তাঁদের ভাষা ও শৈলী কেমন হবে, তা প্রস্ফুটিত করেছেন। শেলী, বায়রন, কীটস, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ প্রমুখের কবিতার শব্দচয়ন, ও ছন্দ নির্মাণে তাই অভিনবত্ব দেখা যায়, যা কিছু পুরনো, যা কিছু শৃঙ্খলাবদ্ধ, যা কিছু প্রথাসর্বস্ব, তাদের প্রতি রোমান্টিক কবিদের বিদ্রোহ, ভাষা ও শৈলীর সমস্ত কৃত্রিমতা বর্জন করে নূতন রোমান্টিক শৈলী নির্মাণ করলেন জীবনানন্দ, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামীরা। যেমন—

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য;
অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
অতিদূর সমুদ্রের পার
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়ে
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে
দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে - - -

— জীবনানন্দ (বনলতা সেন)

প্রচলিত ক্লাসিক্যাল রীতিতে ছন্দের বন্ধনে ভাব বন্দী হয়ে থাকতো। রোমান্টিক কবি ভাবের সেই বন্ধন ঘোচালেন, ছন্দের নৃত্যের তালে তালে ভাবও স্বচ্ছন্দ গতি পেল। প্রাচীন রীতিতে ছিল চটকদারি, বুদ্ধিপ্রধান কিংবা সংযত ভাষা, শব্দ প্রয়োগে তাদের পাণ্ডিত্যের গরিমা ছিল, রোমান্টিক কবি সেই ভাষাকে পরিপূর্ণ ভাবে বর্জন করলেন। মুখ থেকে যে ভাষা উঠে এলো — সেই লালিত্যহীন পাণ্ডিত্যবর্জিত নিরাবরণ ভাষাই হলো রোমান্টিক কবির ভাষা, আগের ভাষা ছিল — গম্ভীর ও উচ্ছ্বাসবিহীন, রোমান্টিক কবির ভাষা আবেগপূর্ণ, তাই রোমান্টিক কবির ভাষায় যেন অনেকটা না-বলা কথা, যেন চারদিকে একটা রহস্যের আবরণ দেখা গেলো, কিন্তু এই ভাষাই অসীমের ব্যঞ্জনা আনলো, বৈচিত্র্যময় হলো, কবির আপন মনের মাধুরীর ছোঁয়ায় ভাষা আবেগবহুল হয়ে উঠলো।

১০. পাঠক মনে তীব্র বিস্ময় ও রহস্যসৃষ্টি: রোমান্টিকতা হলো বিস্ময় রসের উদ্বোধন। রোমান্টিক কবি এমন করে তার কাব্য নির্মাণ করবেন, যাতে পাঠকের মনে প্রাত্যহিক দিন-দেখা জগৎ ও জীবন সম্পর্কে আবার বিস্ময় জাগবে, চেতনায় চমক লাগবে, মনে শিহরণ জাগবে। বিস্ময়ের সীমাহীন আলো ছায়ায় পাঠকের চক্ষু বিস্ফারিত হবে। এই জগৎ ও জীবনে অপার রহস্যের উদ্ঘাটনই রোমান্টিক কবির মনস্তত্ত্বের খেলা। তাই পাঠকের কাছে পর হবে আপন, দূর হবে নিকট, পরিচিত বস্তু হবে অপরিচিতের মায়ায় মণ্ডিত, যা ছিল অতি তুচ্ছ, অবহেলিত, অকস্মাতে তার মধ্যে ফুটে উঠবে অনন্যসাধারণ মহিমা, যে পাহাড় নড়তে পারে না, সে হবে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘের মত চলমান। যে তৃণতরু মরু প্রস্তরময়ী নির্ঝর ছিল প্রাণহীন, তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো রহস্যাবৃত বাণী, যে প্রেম ছিল দেহসর্বস্ব, তা সমুজ্জ্বল হয়ে উঠলো অনাস্বাদিত সৌন্দর্যে, তখন বস্তু নয়, কবি যা রচনা করবেন তাই হবে সত্য —

সেই সত্য যা রচিবে তুমি, কবি তব মনোভূমি
রামের জনম স্থান অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনো।

ভাষাছন্দ – রবীন্দ্রনাথ